প্রথম আলো

তারিখ 9 OCT 2012
পৃষ্ঠা ...

দুর্গম বলে শিক্ষকেরা যান না বিদ্যালয়গুলোও থাকে বন্ধ

সাধন বিকাশ চাকমা, বাঘাইছড়ি (রাঙামাটি) ●

দুর্গম এলাকা হওয়ার কারণে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের আটটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিয়মিত পাঠদানে বিদ্যালয়ে যান না। এ কারণে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অভিভাবকেরাও পড়েছেন দুশ্চিন্তায়।

বাঘাইছড়ি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অনন্ত সিং চাকমা বলেন, 'আমরা সাজেকের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের নিয়ে লজ্জিত। দুর্গম এলাকা হওয়ায়, সেখানে তাঁরা থাকতে চান না। শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সাজেকের বিদ্যালয়গুলোতে আবাসিক ব্যবস্থা করার জন্য আমরা জেলা পরিষদ ও জেলা শিক্ষা কার্যালয়কে বারবার বলছি।'

> ■ 'শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করা গেলে এ সমস্যার সমাধান হতো'
>
> ■ সাজেকে ৭০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সাজেক ইউনিয়নে মোট নয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বাঘাইহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চালু আছে। বাকি আটটি বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। বন্ধ থাকা বিদ্যালয়গুলো হলো নিউলংকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্যাটলিং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তুইছুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিয়ালদাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কংলাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুইলুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লংকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ছয়নালছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই আট বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন ২১ জন ও শিক্ষার্থী আছে ৬৯৪ জন।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, রুইলুই, শিয়ালদাই ও কংলাক প্রাথমিক বিদ্যালয় তালাবদ্ধ। রুইলুই বিদ্যালয়ের পাশে মাঠে শিশুরা খেলাধুলা করছে। ক্লাস আছে কি না জানতে চাইলে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বরেন ত্রিপুরা বলে, 'স্যাররা আসে নাই, তাই খেলতেছি।'

স্থানীয় অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত নয় মাসে নিউলংকর, রুইলুই ও কংলাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটি দু-একবার করে খোলা হলেও বাকি পাঁচটি বিদ্যালয় একদিনও খোলা হয়নি। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে এসে খেলাধুলা করে বাড়ি চলে যায়। শিক্ষকের দেখা না পাওয়ায় এখন আর ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে না। বিষয়টি উপজেলা ও জেলা পরিষদকে একাধিকবার জানানো হয়েছে।

শিয়ালদাই গ্রামের অভিভাবক তরুণ ত্রিপুরা ও অনিল চাকমা বলেন, 'আগে শিক্ষকেরা না এলেও "বদলি শিক্ষক" (প্রক্সি) দিয়ে পাঠদান করা হতো। এখন শিক্ষকেরাও আসেন না আর "বদলি শিক্ষকও" নেই। এ বছর বিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস হয়নি। যাঁদের টাকা-পয়সা আছে, তাঁরা ছেলেমেয়েদের দূরে স্কুলে ভর্তি করেছেন। আমরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উপজেলা সদরে বসবাসরত তিনজন শিক্ষক জানান, দুর্গম এলাকা হওয়ায় বিদ্যালয়ে সব সময় যাওয়া সম্ভব হয় না। অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের দিয়ে কাজ করান। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদেরও পড়ালেখার প্রতি তেমন মন নেই। তাহলে বেতন তোলেন কীভাবে—এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁরা জানান, মাসে এক-দুবার গেলে সে সময় তাঁরা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। অনেক সময় সভাপতির সই জাল করেও তাঁরা বেতন তোলেন।

সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অতুলাদ চাকমা জানান, সাজেক ইউনিয়নে আটটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ক্লাস করেন না। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকেও একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকেরা কোনো কথা শোনেননি।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সুজিত মিত্র চাকমা বলেন, বিদ্যালয়গুলো এমন দুর্গম এলাকায় যে এক-দুই দিন হেঁটে যেতে হয়। সে জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় না। শিক্ষকেরা ঠিকমতো ক্লাস নিচ্ছেন কি না, তা-ও দেখা হয় না।